সম্পূর্ণ সত্যি ঘটনা

সতী নুরজাহানের

ইজ্জত রক্ষা ও

ময়না পাখীর সাক্ষী

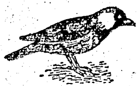

রচয়িতা---জেহেরউদ্দীন মোল্লা

প্রকাশক—শ্রীসাধন কুমার সাহা

গ্রাম—মিরাবাজার, পোষ্ট—পলাশী

মূল্য ১৫ পয়সা

মুদ্রাকর : টাউন প্রেস, দমদম কলি-৩০

কবিতা আরম্ভ

শোনেন বন্ধুগণে বর্ত্তমানে অদ্ভূত এক ঘটনা
দিল ময়না পাখী মামলার সাক্ষী কবিতার বর্ণনা
কথা মিথ্যা নয় ২ সত্যি হয় রাখিবেন স্মরণ
ময়না পাখী কথা বলে জানে অনেকজন

ঘটনা হাওড়া জেলা ২ চণ্ডীতলা থানার অধীনে
গ্রামের নাম শ্রীনাথপুর রাখবেন সবাই মনে

ছিল এক জমিদার ২ নামটি তার জেকের আলী মিয়া
ছোট ভাই তার ছাদেক আলী আই-এ পাশ করিয়া

তিনি বেড়ায় ঘুরে ২ খাচায় পুরে ময়না পাখী পুষে
দিবানিশি পাখীকে অতি ভালবাসে

পাখীকে শেখায় বুলি ২ ছাদেক আলী করিয়া যতন
বাংলা হিন্দী ভাষা পাখী করে উচ্চারণ

বলে জেকের মিয়া ২ রাগ করিয়া ছাদেক তুমি শোন
পাখী কি তোমার খোরাক করিবে বহন

নাইকো জমিদারী ২ চিন্তায় মরি সংসার চলিবে কিসে
কোন চাকরী দেখ না নিলে চলবে পাখী পুষে

লক্ষীছাড়ার মত অবিরত ঘুরে বেড়াও কেন
ভাইয়ের রাগ দেখিয়া ছাদেকের ঘৃণা হল মনে

পরদিন ভোর বেলাতে ২ বাড়ী হইতে রওনা হইল
প্রাণের পাখী ময়না পাখী সঙ্গে করে নিল

গেল মেদিনীপুর ২ বেড়ায় ঘুরে চাকরী নাহি মিলে
ছাদেকআলী চিন্তা করে বসে গাছের তলে

বলে খোদার তরে ২ অন্তরে করিস না ভাবনা
সর্বজীবের খোরাক চালাও তুমি পাক পরওয়ানা

রুজির মালেক তুমি ২ দিন গণি পাক পরওয়ার
তুমি ভিন্ন এ সংসারে কেহ নাহি আর।

আমি বলিব ২ কোথায় যাব ভেবে না পাই কুল
অকুলের কাণ্ডারী তুমি সর্ব্ব জীবের মূল।
তখন কাঁদিতেছে ২ খোদার কাছে ছাদেক তখন
স্কুল হতে একটি মেয়ে আসিল তখন।
বয়স তার হবে বার ২ কিম্বা তের তার বেশী নয়
পূর্ণিমার ওই চাঁদের মত অঙ্গের শোভা হয়।
মেয়ের নাম নুরজাহান ২ পড়ে কোরাণ নম্রতা স্বভাব
চলন ফিরণ দেখলে বোঝায় সতীত্বের ওই ভাব।
নুরজাহান আসছে বাড়ী ২তাড়াতাড়ি বেলা বারটায়
রৌদ্রতাপে ক্লান্ত হয়ে দাঁড়ায় গাছের তলায়।
মেয়েটি দেখতে পেল ২ খাচায় ছিল ঐ যে ময়না পাখী
ছাদেক আলীর অশ্রু ভরা দেখল দুটি আখি।
পাখী কয় মেয়েটিরে কাতর স্বরে কি দেখছ আম্মাজান
কিছু খোরাক দিয়ে আজ আমাদের রক্ষা কর প্রাণ
আজ অনাহারে ২ তিনদিন ধরে এই টাউনে ঘুরি
পিতা আমার ছাদেক আলি না পায় চাকুরী।
মেয়ে তাই শুনিয়া ২ বাড়ী গিয়া মাকে শুনায়
দেখলাম পাখী সহ একটি ছেলে বসে গাছতলায়।
আছে উপবাসে ২ তিন দিন সে কিছু নাহি খায়
ময়না পাখী আমার কাছে খোরাক মাগো চায়।
যদি খোরাক বিনে ২ মরে প্রানে ঐ বিদেশী ছেলে
খোদার কাছে গুনাগার হবে বুঝি দেখা দিলে।
মায়ের মুখের বাণী ২ মা জননী শুনে তখন কয়
ছেলেটিকে ডেকে আন আমারে আলয়।
মেয়ের বাক্য শুনে ২ যায় তখনে বিবি নুরজাহান
ছাদেক আলিকে ডেকে এনে বসতে দেয় বিছান।

বসায় বৈঠকখানায় ২ দেখতে পায় নুরজাহানের মায়
আলো করেছে ঘরখানায় ছেলের চেহারায় ।

তখন ভাবে মনে ২ ছেলের সনে মেয়ের বিয়ে দিব
বিয়ে দিয়ে মেয়ে জামাই ঘরেতে রাখিব।

ধারণা এই করে ২ ছাদেকেরে করে জিজ্ঞাসন
বিদেশেতে তুমি বাবা এলে কি কারণ।

বলে ছাদেক আলি ২ শোনেন বলি ওগো আম্মাজান
বিদেশেতে করতে এলাম চাকুরীর সন্ধান ।

কথা বলে যখণ ২ এল তখন নুরজাহানের পিতা
নামটি তাহার কাদের গণি শোনেন যত শ্রোতা।

ছিল শ্রেষ্ঠ ধনী ২ কাদের গণি করেন যে কারবার
সোনা চাঁদির ব্যবসা ছাড়া ব্যবসা নাই আর ।

গিন্নী বলিতেছে ২ স্বামীর কাছে শুন প্রাণনাথ
তিনদিন এ ছেলের পেটে নাই যে ভাত।

আই-এ পাশ করে ২ পাথী লয়ে করে দেশ ভ্রমণ
চাকুরীর জন্য এল ছেলে মেদিনীপুরে এখন।

বলে কিসের খুসি ২ শুন গিন্নী মোদের ভাগ্যবলে
নুরজাহানের জোড়া খোদা দিয়েছে মিলায়ে।

ছাদেককে বলে বাবা ২ কোথা যাবা চাকুরী করিবারে
আছে কত কর্ম্মচারী আমারই আণ্ডারে ।

তাদের খাটাইবা ২ হিসাব নিবা থাক বাড়ীতে
আমার যত খাতাপত্র বুঝি নিবা হাতে।

কথাটি বলে যখন ২ শুনে খুসী হল ছেলে
ছাদেক বলে দুঃখ খোদা গেল আমার চলে।

কারবার বুঝে নিল ২ শান্তি পেল ছাদেকের মনেতে
ছয়মাস পরে বিবাহ হয় নুরজাহানের সাথে।

এ সব বিধির খেলা ২ যায়না বলা একটি বছর পরে
ছাদেক আলি লেখে বড় ভাইয়ের তরে।

আছে কি অবস্থায় ২ হাওড়া জোসেফ আলি মিয়া
তার দিন যাচ্ছে অতি কষ্টে সংবাদ পাইয়া।

শ্বশুরকে বলে তখন ২ আমার মন উতলা হয়েছে
বড় ভাই জেকের আলী কষ্টেতে পড়েছে।

সংবাদ পাওয়া গেছে২ আপনার কাছে জানাই নিবেদন
আমার ভাইয়ের সাথে করব দেখা বিদায় দেন এখন।

শুনে কাদের গণি ২ বলে তখনি যাওনা বাছাধন
খোদা তোমাদের সুখে রাখুন এই নিবেদন।

শুনে ছাদেক মিয়া ২ সালাম দিয়া শ্বশুরের পায়ে
স্বামী স্ত্রীতে রওনা হল সেই পাখিটি লয়ে।

গেল ষ্টেশন ঘরে ২ মেদিনীপুরে ছাদেক আলি মিয়া
ফাষ্ট ক্লাসের করল টিকিট নোট ভাঙ্গাইয়া।

দুজনে চলে গেল ২ রাত্র বাজিল বারটা যখন
রামনগর ষ্টেশন তখন নামিল দুইজন।

তারপর পান্সী ঘাটে ২ গিয়া দেখে নৌকা একখানা
নৌকার উপর বসে আছে মাঝি পাচজনা।

মাঝি পচাই বলে ২ হায়রে হায় নুরজাহানকে দেখে
রূপেতে মোহিত হয়ে ছাদেককে কয় ডেকে।

আপনি যাবেন কোথা ২ রাত বারটায় দেখি নদীতটে
ছাদেক বলে যাব আমি রঘুনাথপুর ঘাটে।

ভাড়া চুক্তি হল ২ টাকা তখন করিল গমন
নৌকায় উঠে ছাদেক আলি করিল শয়ন।

সঙ্গে নুরজাহান ২ নিদ্রা যান জেগে নাহি রয়
দুষ্ট মাঝি পচাই সর্দার এদিক ওদিক চায়।

মাঝিরা দাঁড় মারে ২ ভীষণ জোরে নউকা চলে
মাইল পাচেক দূরে গিয়া পচাই মাঝি বলে।
শুন সঙ্গীগণ ২ আজিকার খুন যাহা কিছু পাবে
টাকা পয়সা সোনাদানা তোমরা সব নিবে
আমি ভাগ নেবনা ২ এই বাসনা জাগিছে অন্তরে
এই মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে যাব আপন ঘরে।
তখন দুষ্টের দলে ২ সবাই মিলে ছাদেককে ধরিল
সে যে রশি দিয়ে হস্ত পদ বন্ধন করিল।
ধরে সবাই মিলে ২ গভীর জলে দিল বিসর্জ্জন
এদিকে ঘুমায়ে স্বপন দেখে বিবি নুরজাহান
স্বপ্ন যা দেখল ২ সত্যি হল কাছে নাই তার পতি
পতির শোকে ব্যাকুল হয় কেদে পড়ে সতী
বলে মালেক নাহি ২ গতি নাই তুমি ভিন্ন আর
সতীর ধর্ম্ম রক্ষা কর পাক পরওয়ার।
পচাই বলে আমার ২ বাড়ী যাবে সুখে রবে কেঁদনা
তোমার গায়ে দিব একশ ভরি সোনার গহনা।
দুষ্টের কথা শুনে ২ সতীর প্রাণে লাগিয়াছে আঘাত
সতী কাঁদে খোদার কাছে স্বামী কর সাথ।
তুমি অন্তর্যামী ২ জগত স্বামী জগতের সার
পরেছি ঘোর বিপদে করগো উদ্ধার।
তাই আরাধনা ২ পাক পরবানা করিবে কবুল
মাঝি মাল্লার দিকবিদিক হয়ে গেল ভুল।
যাবে কোন দিকে ২ কুয়াশাতে আচ্ছন্ন হয়েছে
নদীর ভিতর প্রবল বেগে বন্যা উঠে গেছে।
নৌকার দাঁড় ছিড়ে ২ তুফানে পড়ে মাঝিরা চারজন
জড়াজড়ি করে শেষে হারাল জীবন।

দেখে পচাই মাঝি ২ ভয়ে পাজী অবাক হয়ে রহিল
ক্রমে ক্রমে নৌকাখানি কুলেতে ভিড়িল।

এদিকে জেকেরআলী ২ বলাবলি বাড়ী করে
আজ ছাদেকআলী আসবে বাড়ী চিঠি লিখেছে মোরে

কথা বলার পরে নদীর তীরে এল জেকের মিয়া
দেখে ঘাটে পান্সী নৌকা রয়েছে ভিরিয়া

মাঝি হাল ধরে রয় ২ কয়না কথা মুখখানা তার ভার
জেকেরআলী দেখে ময়না পাখী ডাকে বার বার।

বলে ও চাচাজান ২ বাপজানের প্রাণ মাঝিরা মেরেছে
নেমে ভেতরে এসে দেখুন মা বসে কাঁদছে।

পাখী ডাকে যখন ২ এল তখন জেকের আলি মিয়া
বলে এই পাখীকে সঙ্গে লয়ে ছাদেক যায় চলিয়া

হায়রে কি সর্বনাশ ২ ছাদেকের লাশ কোথা ভেসে গেল
ভাই বলিয়া জেকেরআলী কেঁদে আকুল হল।

সঙ্গে যারা ছিল ২ জানাইল প্রতি বেশীদের
চৌকিদার আর দফাদার বাধে ঐ মাঝিরে

লয়ে বাড়ীর পরে ২ মারপিট করে লোকজন জুটিয়া
ময়না পাখীর মুখে সব বৃত্তান্ত শুনিয়া

শুনে হায় হায় ছাদেকের কিবা গতি হয়
কবি জেহেরউদ্দীন ভেবে বলে সবই ধর্ম্মের জয়

ছাদেক ভাসিয়া যায়২ ভোর বেলাতে লাগে থানার ঘাট
ভোর বেলায় থানার লোক এল নদীর তটে।

লাসকে দেখতে পেল ২ কাছে গেল গিয়ে দেখে
মরার চিহ্ন নাইকো লাসে নিঃশ্বাস চলে নাকে।

খোদায় বাঁচায় যারে ২ মারতে তারে কেহ নাহি পারে
আয়ু থাকতে এ সংসারে কেহ নাহি মরে

স্কুলে পড়ত যখন ২ ছাদেক তখন সাতার শিক্ষা করে
চব্বিশ ঘণ্টা থাকত নিজের হাত বাধা করে
এইরূপ সাতার দেখে ২ প্রাইজ তাকে দিল কতজনা
এইরূপ শিক্ষার বলে ছাদেক আলি পানিতে ডুবত না
বন্ধন খুলে দিলে ২ সঙ্গে লয়ে থানার উপরেতে
দারোগাবাবু ডায়েরী লিখেন আসামী ধরিতে
লিখে ডায়েরী যখন এল তখন জেকের মিয়া
তখন চৌকিদার ও দফাদার আসামী লইয়া।
চারিজন হাজির হল২ দেখতে পেল জেকের আলিমিয়া
ছোট ভাই তার ছাদেক আলি থানাতে বসিয়া
ভাইরে দেখতে পেয়ে ২ কাছে গিয়ে বুকে তুলে নেয়
ভাই বলিয়া জেকের আলী কেঁদে আকুল হয়।
দুঃখ প্রকাশ করে২ ভাইয়ের তরে জেকের আলীমিয়া
সে যে আসামীকে দেয় চালান হাজতে রাখিয়া
মামলা জজকোর্টে ২ লোকে ছুটে হাজারে হাজার
দিল ময়না পাখী মামলার সাক্ষী শুনিতে চমৎকার!
পাখী সাক্ষী দিল ২ মামলা হল জজকোর্টের পরে
মালামাল বহু পেল পচাই মাঝির ঘরে।
ঘটনা সত্যি হল ২ রায় লিখিল জজ সাহেব তখন
পচাই মাঝির কারাদণ্ড হল আজীবন।
কবি ভেবে বলে ২ ধর্ম্মের জোরে শুন হিন্দু মুসলমান
কিরূপে হয় ধর্ম্মের জয় অধর্ম্মের পতন

—ন ম স্কা র—